OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 53 - 61
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলে উদ্ভাসিত পরিবেশ ভাবনা

শুচিস্মিতা পান
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ঠিকানা : কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : suchismitapan.g@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
ইকো ক্রিটিসিজম, ইকো টেক্সট, পরিবেশবাদী সাহিত্য, পরিবেশভাবনা, প্রাগাধুনিক সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অন্নদামঙ্গল, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, রাজসভার কবি, সাহিত্যতত্ত্ব।

Abstract
Bengali poet 'Bharatchandra Raygunakar' was one of the greatest poets of the medieval era. He wrote the poetry book, name 'Annadamangal'. Although 'Bharatchandra Raygunakar' was a medieval man, he was a modern-minded person. The concept of 'eco-text' is a product of modern times. But there are some hints of it in 'Bharatchandra Raygunakar's book 'Annadamangal'. It is surprising to us that an 18th century poet would make such allusions to Ecology, Ecosystem, food chain etc. Poet 'Bharatchandra' was an environmentally conscious poet. He was passionate about preserving the elements of the environment. In his book 'Annadamangal', Goddess mother Annapurna is the mother of all nature. She fills the entire world. She gives food. She protects every living being in the world. She is the mother of the universe. In the present world, which is plagued by pollution, the main mantra of environmental thinking is to maintain the balance of the environment, that is, the natural environment. In such a beautiful description of nature in the poem 'Annadamangal', all the elements of the known natural environment, such as plants, animals and birds, together create a healthy, beautiful and well-structured natural environment, as well as maintaining the balance and beauty of the environment. The creator of all this stable environment is Goddess Annapurna. Goddess Annapurna is the mother of the universe. This is what the scriptures say. 'Bharatchandra' established her in the image of the welfare of the larger world. The land where Annapurna resides was built, keeping everyone in mind, not at the expense of destroying the great nature.

Discussion

বাংলা ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য রয়েছে, সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। এই আপ্তবাক্যের মধ্যে সত্যতা রয়েছে। মানুষের সমাজের বিচিত্র সব বিষয় কালে কালে সাহিত্যে স্থান করে নিতে পেরেছে এবং সেটাই প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যবস্থায় লিখিত সাহিত্যের একটি অতি স্বাভাবিক প্রবণতা। আরও একটু স্পষ্ট করে এক কথায় বলা যেতে পারে, মানব সমাজের বিচিত্র দাবি মেটাতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারার সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে নবস্বাদমুখী মানুষের জন্য। সাহিত্যের স্রষ্টাদের কলমে যখন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি সাহিত্য প্রকরণ একের পর এক সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তার পরে পরেই সাহিত্যের সহৃদয়-হৃদয়বান, মননশীল এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের মধ্যে শুরু হয়েছে সেই সমস্ত সৃজিত সাহিত্য-প্রকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ, পরিশীলিত চিন্তন, গভীর অভিনিবেশ যুক্ত মনন এবং বহুমাত্রিক আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা। এর প্রবাহ ও প্রভাব নতুনদের আরও ভাবতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। আর সাহিত্য বিচারের নিরন্তর ও আধুনিকতার গতিপথের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ বা মনন থেকেই কালে কালে আবির্ভূত হয়েছে সাহিত্য সংশ্লিষ্ট নবতর সাহিত্যতত্ত্ব। কোনো একটি সাহিত্যের সঙ্গে আপাত পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকা সাহিত্যতত্ত্বের সম্বন্ধ ঠিক যেন কোনো নির্দিষ্ট একটি ভাষার সঙ্গে সেই ভাষারই পরিশীলিত ব্যাকরণের অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের মতো। বিশুদ্ধ ব্যাকরণ যেমন ভাষার পরে আবির্ভূত হয়ে সেই ভাষার শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা, পরিশীলিততা এবং ভাষার সঙ্গে থাকা তার যাবতীয় ছোট-বড় খুঁটিনাটি দিকের অনুপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষ ও বিয়োজন করে থাকে, ভাষার আধুনিক সাহিত্যের সাহিত্যতত্ত্বও তেমনই সাহিত্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলে এবং পাঠকের মননের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আধুনিক সময়ের সৃষ্ট সাহিত্যের জগতে অন্যতম নবীন, আধুনিক ও যুগোপযোগী একটি ধারা হল 'ইকো-টেক্সট' (Eco-Text), যাকে আমরা সমসাময়িক বাংলা ভাষায় তথা বর্তমান সময়ে এসে 'পরিবেশবাদী সাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেছি। সাধারণ ভাবে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Rachel Carson-এর 'Silent Spring' গ্রন্থটিকেই পরিবেশবাদী ভাবনার আদি গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন অনেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বিভিন্ন কীটনাশক বা পেস্টিসাইড জাতীয় পদার্থ থেকে পরিবেশ দূষণের বিষয়টি কার্সনের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থের তুলে ধরেছেন। 'Silent Spring' গ্রন্থে Carson লিখেছেন -

> "On the morning that had once throbbed with the drown chourux of robins, Car birds, doves, Joys, wrens and scores of other birds' voices there was now no sound, only silence lay over the fields and woods and Marsh."[১]

এই ধরনের আধুনিক তথা নবীন ধারার বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ 'ইকো-টেক্সট' বা 'পরিবেশবাদী সাহিত্য' ধারাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য জন্ম নিয়েছে 'ইকো-ক্রিটিসিজম' (Eco-criticism) বা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের।

আধুনিক সময়ের পৃথিবী ব্যাপী দূষণের প্রচণ্ড তাণ্ডব এখন সমগ্র মানব সমাজের ভিত্তিকে নাড়িয়ে তুললে শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃতির এই পাল্টাঘাতেই মানুষের অসহায় অবস্থায় প্রকটিত হয়ে পড়েছে। আধুনিক থেকে আধুনিকতর বিজ্ঞান ও প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের বিপরীতে থাকা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমে বিঘ্নিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আধুনিক সভ্য মানুষের সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে নাগরিক মানুষের বৃক্ষচ্ছেদন ও নগরায়নে শুধুমাত্র পরিবেশের বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতির অস্তিত্বও আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। তাই মানবজাতির সামগ্রিক চেতনা শক্তির সম্মুন্নত বিকাশ ঘটাতে এবং মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্যকে পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তদানীন্তন পরিবেশবাদী চেতনা ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। ফলস্বরূপ প্রকৃতি বা পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা আর শুধুমাত্র পরিবেশবাদী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সাহিত্যেই শিল্প-সাহিত্যেও পরিবেশকেন্দ্রিক সচেতনতা তৈরির প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রবণতা শুরু হয়ে গেছে। আর শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যেহেতু সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল সত্তা অন্তরে প্রতিনিয়ত লালন করেন তাই এই সমস্ত সংবেদনশীল স্রষ্টাদের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল প্রাকৃতিক দূষণের ভয়াবহতা। তাঁদের আলোড়িত সংবেদনশীল শিল্পীসত্তা অচিরেই মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিল পৃথিবী ব্যাপী মানব সভ্যতা ক্রমাগত এক অনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী অনস্তিত্বের দিকে যাত্রা করতে চলেছে। তার ফলস্বরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরের পরিবেশ আন্দোলনগুলির পাশাপাশি কবি-সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল সত্তার জাগরণ ঘটেছে এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাঁরাও কলম হাতে তাঁদের সৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত আন্দোলনের যোগদান করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সৃষ্ট বিচিত্র সব সাহিত্য সংরূপে এই অনুভূতি ক্রমে ভাষারূপ লাভ করেছে। ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশবাদী সাহিত্য এবং সূচনা হয়েছে পরিবেশবাদী সাহিত্য আন্দোলনের। আর এই সমস্ত পরিবেশবাদী সাহিত্যগুলিকে ভিন্নতর তথা নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন থেকেই 'ইকো-ক্রিটিসিজম' (Eco-criticism) বা পরিবেশবাদী সাহিত্য তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক Cheryll Glotfelty এবং Harold Fromm 'The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology' গ্রন্থে 'ইকোক্রিটিসিজম' বিষয়টিকে একটি ধারনা দেওয়ার প্রচেষ্টা করে বলেছেন–

> "Eco-criticism is the study of the relationship between literature and physical environment."[২]

'ইকো-ক্রিটিসিজম' বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকা 'ইকোলজি' (Ecology) বা 'বাস্তুবিদ্যা' বিষয়টি। প্রাণীবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল 'ইকোলজি' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। যার উৎস গ্রিক শব্দ 'Oikos' অর্থাৎ গৃহ বা বাসস্থান এবং 'Logos' অর্থাৎ বাণী বা অধ্যয়ন। বিজ্ঞানের যে শাখায় সমগ্র বিশ্বের জীবমণ্ডল তথা বিভিন্ন প্রাণী ও তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা বা চর্চা করা হয় তাকে 'ইকোলজি' বা 'বাস্তুবিদ্যা' বলে। যে প্রকৃতিতে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগতের বসবাস সেই প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী ও জীবজন্তু, উদ্ভিদ একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ রয়েছে। প্রকৃতিতে ঠিকভাবে টিকে থাকতে গেলে প্রতিটি জীবগোষ্ঠীকে পরস্পরের ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল হতেই হবে। এটিই প্রকৃতির একটি সাধারণ নিয়ম। এই প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা নষ্ট হলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যাবে। নাগরিক মানুষের নগরায়নের পাশাপাশি অত্যাধুনিক বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অফুরন্ত চাহিদার ক্রমিক বৃদ্ধির ফলে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ সাধনে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মহামারী দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে মানুষের জীবন আজ ওষ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী দূষণের ভয়াবহতায় মানবসভ্যতা যখন বিপন্নপ্রায়, ভবিষ্যৎ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে এক গাঢ় তিমিরে, তখন মানুষ ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যার চর্চায় এবং তার প্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইকোলজি বা বাস্তুবিদ্যা আজকাল কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের অন্তর্গত প্রাণী ও জীবজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং আন্তঃসম্পর্কের কথাই আলোচনা করে না এর বহুমাত্রিক রূপটি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী নানা বাস্তু ব্যবস্থা ও বাস্তু ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীর বিবর্তন তাদের সামাজিক ও মানসিক আচরণগত নানা রহস্যের উন্মোচন ঘটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিতে 'ইকোলজি' বা বাস্তুবিদ্যার জন্ম হয়েছে, ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই রচিত হয়েছে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নবীন সংযোজন 'ইকো-ক্রিটিসিজম' বা 'পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের' প্রেক্ষাপট।

আমাদের দেশ ভারতে নবীনতম সাহিত্যতত্ত্ব 'ইকো-ক্রিটিসিজম'-এর উত্থানের মূলে রয়েছে একটি দার্শনিক ভিত্তি। যাকে আমরা পরিবেশ দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়গুলি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ 'পরিবেশ দর্শন' বা 'Environmental Philosophy' তৈরি হয়েছে। এই ধারার পরিপুষ্টির ফলে পরিবেশ দর্শন ক্রমে দর্শনের একটি শাখা হয়ে উঠেছে। দর্শনের এই বিশেষ শাখাটিতে পরিবেশে বিশেষত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অবস্থান এবং পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জটিল দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পরিবেশ দর্শনে মূলত প্রকৃতি বলতে আমরা আসলে কী বুঝি, প্রকৃতি জগতে মানুষের স্থান, মানুষের কাছে মানবেতর পরিবেশের মূল্য কী হওয়া উচিত, পরিবেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিপর্যয়, পরিবেশ দূষণ এবং তার ফলে জলবায়ুর যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতে মানব জাতির কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এবং সর্বোপরি প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানব উন্নয়ন ও প্রযুক্তির আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়ে থাকে। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা এবং পরিবেশকে এক ভিন্নতর মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠা করার এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যই পরিবেশ দর্শন একবিংশ শতাব্দীতে এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী হয়ে উঠেছে। যে দৃষ্টিকোণগুলি থেকে পরিবেশ দার্শনিকগণ পরিবেশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দর্শনের বহুবিধ আলোচনা করে থাকেন সেগুলি হল - পরিবেশ ও প্রকৃতিকে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করে পরিবেশের যথাযথ মূল্যায়ন, পরিবেশবাদ এবং 'ডিপ ইকোলজি' বা গভীর বাস্তুসংস্থান, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের স্বতন্ত্র নৈতিক মর্যাদা, পরিবেশের নানা বিলুপ্তপ্রায় বা বিপদসংকুল প্রজাতির যথাযথ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে প্রকৃতি রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

পরিবেশ দর্শনেরই একটি শাখা হল 'পরিবেশ নীতিবিদ্যা' বা 'Environmental Ethics' বা 'পরিবেশ নীতিশাস্ত্র'। পরিবেশ দর্শনের এই বিশেষ শাখাটি গতানুগতিক মানবিক নীতিশাস্ত্রকে অতিক্রম করে মানবেতর জগত নিয়ে আলোচনা করে থাকে। পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষের যে নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা উচিত সেটিই পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়। নিজেদের উন্নতির স্বার্থে মানুষের একইভাবে বন-জঙ্গল ধ্বংসের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা, কেন মানুষের পরিবেশের উপাদানগুলির সঠিক ব্যবহার, তার সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য পুনঃস্থাপন করা একান্ত কর্তব্য, মানব সম্প্রদায়ের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন জীব-প্রজাতির ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানুষের পরিবেশগত কোন কোন বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা উচিত এই সমস্ত জটিল নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়।

বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম মানুষের মতো মানবেতর প্রাণীকুলকেও প্রাণের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি জগতে গুরুত্বের ভিত্তিতে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন বিশ্ব প্রকৃতির মানবেতর প্রাণীকুল মানুষেরই সমগোত্রীয়। প্রকৃতির রাজ্যে তারা কোনো অংশে মানুষের তুলনায় পৃথক নয়। বেন্থামের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা মানুষ ও মানবেতর প্রাণীকুলকে চেতনা ও চিন্তাশক্তির মানদণ্ডে পৃথক করার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে বেন্থামের যুক্তিই প্রতিষ্ঠা পায়। বেন্থামের মতে চিন্তা-চেতনার অভাব থাকলেও মানবেতর প্রাণীকুল মানুষের তুলনায় একটুও হীন নয় কারণ, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ যে যন্ত্রণা অনুভব করে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরাও চিন্তা-চেতনা শক্তির অভাবে একই যন্ত্রণা অনুভব করে। সুতরাং এই বিশ্ব চরাচরে প্রাণী হিসেবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এবং স্বাধীন জীবনধারণের যে অধিকার সমগ্র মানবজাতির রয়েছে সেই একই অধিকার সমস্ত মানবেতর প্রাণীরও প্রাপ্য। বেন্থামের পূর্বে এমন উদারনৈতিক ও বিশ্বজনীন ভাবনার কথা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কিছুকাল পরেই দার্শনিক ক্রিস্টোফার স্টোন বেন্থামের এই ভাবনাকেই আরও বিস্তৃত আকার দেন। তাঁর মতে শুধুমাত্র প্রাণীকুলই নয় জীবজগতের চারপাশের সমস্ত জড়প্রকৃতিরও অক্ষত থাকার অধিকার আছে। সমগ্র জড়প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য তথা জল, মৃত্তিকা, বাতাস, অরণ্য, মরুভূমি, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদী ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই অক্ষত থাকার আইনগত অধিকারের কথা বলেছিলেন ক্রিস্টোফার স্টোন। দার্শনিকদের এই সমস্ত ভাবনা সূত্র থেকেই পরিবেশ নীতিবিদ্যার সফল প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যে কয়েকটি সময়পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাগাধুনিক পর্বটি বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ের সাহিত্য ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে মূলত পদ্যে। অর্থাৎ এসময়ের সাহিত্য ছিল বেশিরভাগই পাঁচালীধর্মী আখ্যান কাব্য। তাই এই সময় পর্বের বাংলা সাহিত্যে বর্তমানের বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত পরিবেশ ভাবনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও নিসর্গ প্রকৃতির নানা বর্ণাঢ্য রূপচিত্রণে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যগুলি বাংলা সাহিত্য সভায় এক অনন্য স্থানের অধিকারী। ইংরেজিতে যাকে আমরা 'Nature Writing' বলে চিহ্নিত করি তার বৈশিষ্ট্য হয়তো এই পর্বের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ বর্ণিত বন জঙ্গলে ঘেরা আরণ্যক প্রকৃতির ছায়াসুনিবিড় পরিবেশ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃতিনির্ভর বৃন্দাবনীজীবন, বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুনিপুণ বর্ণনার পাশপাশি বারোমাস্যা অংশে বাংলার বারো মাসের সুখ-দুঃখের কাহিনিতে ষড়ঋতুর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত প্রকৃতির প্রতিকুলতার দৃশ্য — এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতিরাজ্যের অভাবনীয় সৌন্দর্যের অফুরন্ত সম্ভার।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক পর্বের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলি থেকেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক চর্চার একটি ধারা চলে এসেছে। যার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে রচিত বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতি একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। স্বর্গের দেব-দেবীদের মর্ত্যলোকে পূজা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রচারের কাহিনি নিয়ে রচিত বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বাংলার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যে বর্ণনাগুলি মঙ্গলকাব্যের কবিরা করেছেন আপাতদৃষ্টিতে তা নিছকই প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ও সুন্দর রূপচিত্রণ বলে মনে হলেও এর মধ্যে কোথাও কোথাও ফুটে উঠেছে আধুনিক পরিবেশ ভাবনার প্রাক্-রূপের বেশ কিছু উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, কখনও বা উঠে এসেছে বাঙালি কবিদের পরিবেশ সচেতনতার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত।

পরিবেশবাদী ভাবনার সাহিত্য বা সাহিত্য বিচারে পরিবেশ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের পরিসরে একটি নবতম সংযোজন। স্বাভাবিকভাবেই মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই ভাবনার তেমন কোনো অবকাশ ছিল না। কবিরা তাঁদের স্বভাববশত প্রকৃতির যে বর্ণনা করেছেন, বর্তমান পরিবেশ ভাবনার প্রেক্ষিতে কোথাও কোথাও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আধুনিক সাহিত্যিকেরা পরিবেশবাদী ভাবনার যে সাহিত্য রচনা করেছেন মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন কাহিনির মধ্যে কখনও কখনও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বের কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকলেও পরিবেশ ভাবনার যে দৃষ্টান্তগুলি মঙ্গলকাব্যের পরিসরে ফুটে উঠেছে আধুনিক পাঠকের পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে তা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই পরিবেশের সূত্র ধরেই কাব্যে এসেছে প্রকৃতি সংলগ্ন জনজীবনের কথা। সাধারণভাবে জনজীবন বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বিশেষ ধরনটি। জীবনযাত্রার এই ধরনটি গঠিত হয় সেখানকার পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা ইত্যাদি পরিবর্তনশীল বিষয়ের সমন্বয়ে। পরিবেশ ভাবনার আলোচনায় জনজীবনের বিষয়টিও তাই পাশাপাশি চলে আসে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে জনজীবনের এরকমই বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড, বিক্ষিপ্ত চিত্রগুলি উঠে এসেছে, যেগুলি থেকে তৎকালীন জনজীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের যশস্বী কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাকবি ছিলেন। সাবেক বিদ্যায় দক্ষতা ও আধুনিক জীবন চেতনা তাঁর স্বভাবসুলভ ছিল। এরই প্রভাব তাঁর কাব্যে বারবার উদ্ভাসিত হতে দেখা গেছে। ফলে পরিবেশের উপাদানগুলির প্রতি সচেতনতার বোধ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হতেও দেখা গেছে। তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কাব্যের বহু অংশ ভারত কবির নিজস্ব পরিবেশ সচেতনতার দৃশ্য রয়েছে, যা বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকেও চর্চার সুযোগ রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একজন রাজসভার কবি সেই সময়ে এতটা আধুনিক চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের পরিসরে উদ্ভাসিত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পরিবেশ ভাবনার কয়েক দিক নাতিদীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে।

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ডে কবি শিবের নিজস্ব ভূমি কৈলাস পর্বতের বর্ণনা অংশে পার্থিব সৌন্দর্যে ভরপুর প্রাকৃতিক পরিবেশের এক দারুন চিত্ররূপময় বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কৈলাসের ভূমিতে রয়েছে নানা জাতির তরু ও লতারাজি। বিভিন্ন ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে রয়েছে সমগ্র কৈলাসের ভূমি। বিবিধ পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ নিজ নিজ কর্মে রত রয়েছে সেখানে। শিবভূমি যেন তাদের অভয়ারণ্য। সেখানে সিংহের গম্ভীর গর্জন, কোকিলের মৃদু হুঙ্কার, ভ্রমরের ঝটিকা ঝঙ্কার, মৃগের পালের গতাগতি; এর সবকিছুই একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় কাব্যে। এখানে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ নিরাপদে তাদের জীবন কাটাচ্ছে। এখানে কোথাও কোনো বিপ্রতীপ ঘটনা নেই। ভারতচন্দ্র লিখেছেন -

"তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত।।
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মুনির মানস হরে।।"[৩]

এই দৃশ্য যেন প্রকৃত অর্থেই আধুনিক সময়ে বহু কাঙ্ক্ষিত এক আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশের দৃষ্টান্ত। মানুষের অপরিমিত লোভের ধাক্কায় বর্তমানকালে এই ধরনের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য আর সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না বললেই চলে। শুধু এটুকুর মধ্যেই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কল্পনা সীমাবদ্ধ নয়। কৈলাসের সমস্ত জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ মিলে কৈলাসের পটভূমিতে সুন্দর এক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছে। সেখানে ময়ূর-ভুজঙ্গ, ইঁদুর-বিড়াল পরস্পর রক্ষক ও ভক্ষকের অবস্থায় থাকলেও পরস্পরের বিপর্যয় বা বিনাশের কারণ হয়ে ওঠেনি। শিবক্ষেত্র কৈলাসে একই বলয়ের মধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদক সম্পর্কে থেকেও প্রাকৃতিক বিপত্তি নির্মাণ করেনি। এরা সবাই মিলে একটি সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রেরও ধারণা তৈরি করেছে। অথচ ভারতচন্দ্র যে সময়ে এই চিত্রটি নির্মাণ করেছেন তখন আধুনিক বাস্তুতন্ত্র ও খাদ্যশৃঙ্খলের ধারণাই তৈরি হয়নি। এখানে ধরা পড়েছে যে দৃশ্যগুলি তার সবটাই কবি সংগ্রহ করেছেন জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে। ভাবতেই অবাক লাগে মধ্যযুগের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের পরিবেশ ভাবনা সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ছিল। কবি লিখেছেন -

"ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল।।
সব পিয়ে সুধা নাহি তৃষা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে।।"[৪]

বলাবাহুল্য অন্নদামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত এই ঘটনা প্রকৃত বাস্তবসম্মত নয়। কৈলাসের হিমশীতল ভূমিতে এই জীববৈচিত্র্য সম্ভব নয়। কবি যেন হিমশীতল কৈলাসকে বঙ্গের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। এবং এত চমৎকার জীবসন্নিবেশের মধ্যে দিয়ে তিনি জাগতিক বহুল পরিচিত পরিবেশের সুন্দর এক জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরে রেখেছেন। বর্তমান সময়ের পরিবেশ ভাবনার তথা পরিবেশকে রক্ষা করার অন্যতম দৃষ্টান্ত হতে পারে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যে প্রকাশিত এই বর্ণনাটি।

'অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মান' অংশে কাশীতে অন্নপূর্ণার যে পুরী নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে সৃজন করা হয়েছে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। পুরীর সম্মুখে নির্মিত হয়েছে মনোহর সরোবর, যার মধ্যে পাতালগঙ্গায় ভোগবতীর গভীর সুশীতল নির্মল জলরাশি রয়েছে। সেখানে আরও বহু প্রাণীর সৃজন করা হয়েছে। ডাহুক, খঞ্জন, সারস, বক, তিতির, পানিকাক, চক্রবাক, কাদাখোচা, বেনে বউ প্রভৃতি পাখি রয়েছে; হাঙ্গর, কুমির, শুশুক, মকর প্রভৃতি জলচর প্রাণী উপস্থিত রয়েছে; চিতল, কই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, শোল, খয়রা, ভোলা, মাগুর, বাটা, সিঙ্গি, চিংড়ি, ট্যাংরা, পুঁটি, ইলিশ, তোপসে প্রভৃতি মাছ রয়েছে; অশোক, কিংশুক, চাঁপা, করবী, গন্ধরাজ, বকুল, টগর, শিউলি, রঙ্গন, মালতি, মাধবীলতা, মল্লিকা, কাঞ্চন, জবা, চন্দ্রমল্লিকা, কনকচাঁপা, কেতকী, চন্দ্রমুখী, সূর্যমুখী, অতসী, কদম, বক, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ রয়েছে; আম, জাম, নারকেল, কাঁঠাল, খেজুর, সুপারি, শাল, পিয়াল, তমাল, হিজল, তেঁতুল, তাল, বেল, আমলকি, অশ্বত্থ, বট, হরিতকী ইত্যাদি বৃক্ষ রয়েছে; ময়না, শালিক, টিয়া, তোতা, কাকাতুয়া, চাতক, ময়ূর, কোকিল, বাজ, শকুন, শঙ্খচিল, নীলকণ্ঠ, কাক, প্যাঁচা, বাবুই, বাদুড়, ছাতারে, ফিঙে, টুনটুনি, মুনিয়া, চড়ুই, বুলবুলি ইত্যাদি নানা জাতের পাখি আছে; বাঘ, গণ্ডার, ঘোড়া, উট, মহিষ, হরিণ, বানর, ভাল্লুক, গরু, ছাগল, কুকুর, ভেড়া, সজারু, খেঁকশিয়াল, গাধা, বারশিঙ্গা, নকুল, বিড়াল, শৃগাল ইত্যাদি পশু রয়েছে; কেউটে, খরিশ, ময়াল, বোড়া, চিতি, শঙ্খচূড়, অজগর, তক্ষক, লাউডগা, বিছা, পিঁপড়ে প্রভৃতি প্রাণী আছে, বহু সাপ ও বিষধর প্রাণী রয়েছে দেবীর পুরীর বৈচিত্র্যের অংশীদার হয়ে। শুধু তাই নয় স্বয়ং মহাদেব এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রাণ দান করেছেন :

"সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব।।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিবেশের সমস্ত পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, বন-জঙ্গল এই সমস্ত কিছু নিয়ে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃজন করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে, তাকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে পরিবেশের সমস্ত উপাদানগুলিকে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান নগরায়নের যুগে যেখানে মানুষ বন-জঙ্গল কেটে প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা পরিবেশের উপাদানগুলির বিনাশ ঘটিয়ে গড়ে তুলছে বিলাস-বহুল বিশালাকার অট্টালিকা, শিল্পাঞ্চল, কলকারখানা সেখানে মধ্যযুগে রচিত কাব্যটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশকে অক্ষত রেখে পুরী নির্মাণের এহেন ঘটনা আমাদের মনে পরিবেশ ভাবনারই জন্ম দেয়। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নাগরিক সমাজকে কাছ থেকে দেখেছিলেন। মধ্যযুগের শেষপ্রান্তেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন নগরায়ন ও বনপালন ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। বন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন প্রাণীকুলের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখেই নগরায়ন সম্ভব। পৃথিবীটা সবার। মানুষ যেমন খুশি তেমন ভাবে তার প্রতিপত্তির প্রভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করতে পারে না। সদ্য মধ্যভারতে বনধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষ সমবেত হয়ে বিরাট জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অথচ ভারতচন্দ্র রায় সেই যুগে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন নগরায়ন ও বনপালন পরস্পরের সঙ্গে বিরুদ্ধ সম্পর্কে দাঁড়িয়ে থাকা কখনও কাঙ্ক্ষিত নয়। বণপ্রকরণ প্রয়োজন, নগরায়নও প্রয়োজন। তাদের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে। প্রকৃতির ধ্বংসস্তূপের ওপর সভ্যতার নির্মাণ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরেরও কাঙ্ক্ষিত ছিল না। ভারতচন্দ্র আমাদের যেন আধুনিকতার পাঠ দিচ্ছেন, পরিবেশ বিপন্ন করাটা আধুনিকতার লক্ষণ নয়। পৃথিবীটা সবার। মানুষের যেমন এর ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনই সমান অধিকার রয়েছে মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের। এদের একজনেরও বিপন্নতা পৃথিবীর জন্য শুভ হতে পারে না।

কাশীপুরে 'অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান' অংশে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের যে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যেও আমরা বর্তমানের আধুনিক পরিবেশ ভাবনারই সমমাত্রার ইঙ্গিত ফুটে উঠতে দেখি। অন্নপূর্ণেশ্বরী ভগবতীর কাশীপুরে কোকিলের কলতান, বকুল ফুলে ভ্রমরের দল, পরিমল কমল নিয়ে শীতল জল বাতাসের দোলায় উছলে উঠছে, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন, কুসুমে সুশোভিত উপবনে মন্দ মধুর মলয় বাতাস, কোকিলের কুহু কুহু হুঙ্কার, ভ্রমরের গুনগুন ঝঙ্কার ইত্যাদি মিলে এক অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা রচনা করেছে। এই দৃশ্যগুলি যেন কাশীতে ভগবতী দেবী অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের চালচিত্র তৈরি করেছে। দেবী অন্নপূর্ণেশ্বরী দুর্গা বা অন্নদা এখানে অন্নদাত্রী রূপে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেননি। দেবী এখানে পূর্ণতার প্রতীক। সমগ্র মহাপ্রকৃতির ধাত্রী তিনি। সবাইকে তিনি পোষণ করেছেন, রক্ষা করেছেন, আগলে রেখেছেন। এই অপূর্ব সৌন্দর্য মানসে উপভোগ করে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখলেন -

"মধু মাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন।।
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে।।
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে।।
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে।।"[৬]

বর্তমানে দূষণে জর্জরিত সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশ ভাবনার মূল মন্ত্রই হল পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রকৃতির এহেন সুন্দর বর্ণনার মধ্যে গাছপালা, পশু-পাখি ইত্যাদি পরিচিত সব প্রাকৃতিক পরিবেশের সমস্ত উপাদানগুলি মিলিতভাবে এক সুস্থ সুন্দর সুগঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য ও সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়েছে। এই সমস্ত সুস্থির পরিবেশের নির্মাতা দেবী অন্নপূর্ণা। দেবী অন্নপূর্ণা যে বিশ্বজননী। এ তো শাস্ত্রের কথা। ভারতচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছেন বৃহত্তর জগতের কল্যাণের চিত্রে সংস্থাপিত করে। অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের ভূমি নির্মিত হয়েছে তাই সবাইকে আগলে রেখে, মহাপ্রকৃতির ধ্বংসের বিনিময়ে নয়। সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ছিলেন ভারতচন্দ্র তা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিতে 'পুরবর্ণন' অংশে সরোবরের চারিপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করেছেন কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। চারিপাশে সুচারু পুষ্পের উপবন, মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে তার সুগন্ধ, কোকিলের কুহু কুহু ডাক, ভ্রমরের গুঞ্জন, মৃদুমন্দ বাতাসের ছোঁয়া লেগে জল টলটল করছে, নানা পাখি জলচর সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে, জলে নানা রঙের পদ্ম ফুটে রয়েছে, ডাহুক-ডাহুকী ডাকছে, খঞ্জন-খঞ্জনী গান গাইছে, এছাড়া সারস-সারসী ও রাজহংস ইত্যাদি জলসংলগ্ন পাখি আনন্দ করছে, নগরের পুষ্পবনে বনচারী পাখিরা নিশিদিন জেগে রয়েছে। কল্পরাজ্যের মতো সেখানে সর্বদা ছয় ঋতু বিরাজ করছে। এই অংশেই তৈরি হবে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমের আখ্যান। প্রকৃতি এই রূপবৈচিত্র্য যেন এই দুই মানব-মানবীর প্রেমের পটভূমি রচনা করে চলেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যময় দিকটি বাস্তবিকই মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। এটা একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এর সমর্থন করে। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমের পটভূমি সাজিয়ে তুলতে গিয়ে আয়োজন করেছেন এমন এক চিত্ররূপময় পরিবেশের। ভারতচন্দ্র এই অংশে লিখেছেন -

"চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন।।
কুহু কুহু কোকিল কোকিলাগণ ডাকে।
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা ঝাঁকে ঝাঁকে।।"[৭]

এছাড়াও কাব্যের এই খণ্ডে 'সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা' অংশে আমরা গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য এবং নদী বিধৌত অখণ্ড বাংলাদেশের চিত্ররূপের আলোকচ্ছটা ফুটে উঠতে দেখি। বাংলাদেশের নদীভিত্তিক জীবনচর্চার ঝলক রয়েছে এখানে। মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির শুভশক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এখানে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। যা প্রকৃত অর্থেই কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সচেতন পরিবেশ ভাবনারই ইঙ্গিত বহন করে। আধুনিক সভ্যতায় বসবাসরত কেউই প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে নদ-নদীর ভূমিকার কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আর নদ-নদী না থাকলে সে দেশের মানুষের জীবনধারণ যে কতটা কষ্টকর এই বিষয়টিও উঠে এসেছে কাব্যে। তা যেন প্রকারান্তরে নদী সংরক্ষণের ও জলসম্পদ রক্ষার প্রতিই আমাদের চেতনা ফিরিয়ে দেয়। জলের ওপর নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে। জল মানুষের জীবনধারণের আবশ্যক অঙ্গ। জলের অপ্রতুল অবস্থা একটা সভ্যতাকে নিমেষে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। নদীহীন বা জলহীন অবস্থার বিপর্যয়ের দৃশ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন কবি ভারতচন্দ্র আমাদের দেখিয়েছেন অনন্য দক্ষতার সঙ্গে। কাব্যের এই অংশে রয়েছে -

"শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা।।
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর।"[৮]

এছাড়াও সমগ্র কাব্যজুড়ে পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা ছোট বড় চিত্র, অসংখ্য ফুল, ফল, বৃক্ষ, পশু-পাখি, নদ-নদীর নাম ও পরিচয় এবং অসংখ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় কবি ভারতচন্দ্রের পরিবেশ ভাবনা তথা পরিবেশ সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

Reference:

১. Carson, Rachel, Silent Spring, 1st Edition, Penguin Books, London, Repented in Penguin Classics 2000, P. 21
২. From, Harold and Glotfelty, Cheryll (Edited), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, The University of Georgia Press, Athens and London, 1996, P. xviii
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম সংস্করণ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 53 - 61
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. তদেব, পৃ. ৭৮
৫. তদেব, পৃ. ১০৪
৬. তদেব, পৃ. ১১৪
৭. তদেব, পৃ. ২১৬
৮. তদেব, পৃ. ৩৪৯